ঈশ্বরের ভালোবাসা ও আমাদের ভালোবাসা

১ যোহন ৪ অধ্যায় ৭-১২ পদ

এর আগে ১ যোহন ৪:১-৬ পদে, যোহন আমাদের আত্মা সকলের পরীক্ষা করতে বলেছে। কারণ, জগতে এমন অনেক ভাক্ত ভাববাদি বের হয়েছে, যারা ঈশ্বরের আত্মায় সাক্ষ্য দেয় বলে মিথ্যা দাবি করে। এখন যোহনের পত্র থেকে এমন কথা পাঠ করার পর, বিশ্বাসী আমরা অন্য বিশ্বাসীদের সাক্ষ্য শুনে খুব সহজেই সন্দেহ পোষনকারী হয়ে উঠতে পারি। ফলস্বরূপ, বিশ্বাসী আমাদের মধ্যে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও দলাদলি বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, যোহন এই সত্য উপলব্ধি করেছিল; তাই, ভাক্ত ভাববাদিদের সনাক্ত করার পাশাপাশি যোহন পুনরায় বিশ্বাসীদের মধ্যে পরস্পর প্রেমের আবেদন করে বলেছে, ***"প্রিয়তমেরা, আইস, আমরা পরস্পর প্রেম করি।"*** এর আগে যোহন বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রেমের অস্তিত্বকে ঈশ্বর থেকে জন্ম লাভের চিহ্ন হিসাবে (১ যোহন ৩:১০, ১৪, ইত্যাদি) উল্লেখ করেছে। কিন্তু এখানে যোহন বিশ্বাসী আমাদের বলেছে যে, যেহেতু আমাদের পাপের প্রায়ঃশ্চিত্তের জন্য ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রকে প্রেরণ করার দ্বারা প্রথমে আমাদের প্রতি প্রেম করেছেন, বিশ্বাসী আমাদের উচিৎ ঈশ্বরকে অনুসরণ করে একে অন্যকে প্রেম করা।

এইভাবে, বিশ্বাসীদের প্রতি পরস্পর প্রেম করার আবেদন করতে গিয়ে, যোহন তাদের ***"প্রিয়তম"*** বা ***"ভালোবাসার পাত্র"*** বলে সম্বোধন করেছে। এর দ্বারা, যোহনও যে তাদের ভালোবাসে, তা প্রকাশ করেছে। ইতিমধ্যে, ২:১০ পদে যোহন বলেছে যে, বিশ্বাসীরা তাদের ভাইদের ভালোবাসে। তাই, ৩:১১, ১৮, ২৩ পদে যোহন বিশ্বাসীদেরকে পরস্পর প্রেম করতে আহ্বান করেছে। এখানে যোহন আবার বিশ্বাসীদের পরস্পর প্রেম করতে আর্জি জানিয়েছে। এইভাবে, একই কথা বারবার বলার মাধ্যমে, যোহন এই বিষয়টির উপর জোর দিতে চেয়েছে। এখানে অবশ্য যোহন এই পরস্পর প্রেমের আর্জির পেছনে একটি নতুন যুক্তি দেখিয়েছে। যুক্তিটি হল, ***"কারণ প্রেম ঈশ্বরের; এবং যে কেউ প্রেম করে, সে ঈশ্বর থেকে জাত এবং ঈশ্বরকে জানে।"*** অর্থাৎ প্রেমের উৎসস্থল হল স্বয়ং ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের কাজের সঙ্গে তা জড়িত। এই কারণে, কেউ যখন সেই প্রেম প্রদর্শন করে, তখন সে তার দ্বারা এই সাক্ষ্য দেয় যে, সে ঈশ্বর থেকে জাত ও সে ঈশ্বর জ্ঞানে জীবন-যাপন করে চলেছে। এখানে যোহন এমন কথা বলেনি যে, *'যে কেউ ঈশ্বর থেকে জাত, সে-ই প্রেম করে'*। যোহন যদি এমন কথা বলত, তাহলে, তার এই পত্রের সমস্ত পাঠক প্রেম করার বাধ্য-বাধকতা উপলব্ধি করত। কিন্তু সেই কথা বলার পরিবর্তে, যোহন দুটি সমান্তরাল মন্তব্য করেছে: **(সমস্ত) প্রেম ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে**; **অতএব সমস্ত প্রেমকারী ঈশ্বর থেকে জাত**।

এখন, আমরা খুব সহজেই এই ধরণের কথার ভুল ব্যাখ্যা করতে পারি। কারণ, এই কথাকে ভিত্তি করে অনেকেই বলতে পারেন যে, যে কেউ অপরের প্রতি প্রেম প্রদর্শন করে, সে যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে বিশ্বাস করুক বা না-করুক, সে ঈশ্বরের সন্তান। এই ধরণের সিদ্ধান্তে *(conclusion)* আমরা তখনই উপনীত হই, যখন আমরা এই কথাকে এই পত্রের প্রেক্ষাপট থেকে পৃথক করে দেখি। কারণ ৩:২৩ পদে, যোহন এর আগে খুবই স্পষ্ট করে তার পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছে যে, ঈশ্বরের সত্য সন্তান একাধারে তাঁর পুত্র যীশু খ্রীস্টের নামে বিশ্বাস করে এবং পরস্পর প্রেম করে। তথাপি, আমরা এখানে যে প্রশ্ন করতে পারি, তা হল, যারা যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাস করে না, তারা কীভাবে পরস্পর প্রেম করতে পারে? আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, খ্রীস্টীয় মণ্ডলীর পরিসীমার বাইরের লোকেরাও একে অন্যকে ভালোবেসে থাকে; এমনকি অনেক সময় খ্রীস্ট বিশ্বাসীদের থেকে অবিশ্বাসীরা বেশি ভালোবাসে বলে মনেও হয়। এর বাইবেলভিত্তিক ব্যাখ্যা কী বা যারা এমনটি করে থাকে, ঈশ্বরের সামনে তাদের অবস্থানই বা কী? এই প্রশ্নের যে ঈশতাত্ত্বিক উত্তর আমরা দিতে পারি, তা হল **সৃষ্টি ও ঈশ্বরের সাধারণ অনুগ্রহের** *(common grace)* মতবাদ। যেহেতু ঈশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন, এবং পাপে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

পতনের ফলস্বরুপ সেই প্রতিমূর্তি বিকৃত হলেও সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি, সেই কারণে তারা এখনও ঈশ্বরের প্রেমের অনুকরণে একে অন্যকে প্রেম করতে পারে। আবার, সুসমাচার প্রচারের ফলস্বরুপ, তারা পরস্পর প্রেম করার বিষয় শুনে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, যদিও যীশুতে বিশ্বাসের আহ্বানে সদুত্তর দিতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেবল যীশুতে বিশ্বাস ও ঈশ্বরের প্রতি প্রেমই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের প্রেম, তা যত মহৎ হোক-না-কেন, তা যদি পিতা ও পুত্র ঈশ্বরের প্রেমকে অস্বীকার করে, তা হলে তা যথেষ্ট নয়। তাই, (কেবল) মানুষের এই প্রেম মানুষকে রক্ষা করতে পারে না। ঈশ্বরকে বর্জন করার পাপ কখনও মানুষকে ভালোবাসার দ্বারা অপসারিত করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ, কেবল প্রেম কখনও ঈশ্বর থেকে জাত হবার চিহ্ন নয়।

পরবর্তী পদে যোহন, ৭ পদের কথার বিপরীত মন্তব্যের দ্বারা তার বক্তব্যকে পাঠকদের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। তাই, যোহন বলেছে, *"যে কেউ প্রেম করে না, সে ঈশ্বরকে জানে না, কারণ ঈশ্বর প্রেম।"* এর দ্বারা যোহন যে কথা বলতে চেয়েছে, তা হল, প্রেম হিসাবে ঈশ্বর-জ্ঞান মানুষদের একে অন্যকে প্রেম করতে উদ্বুদ্ধ করে। একজন ব্যক্তি নিজে প্রেমকারী ব্যক্তিতে রূপান্তরিত না হয়ে কখনও প্রকৃত অর্থে প্রেমময় ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসতে পারে না।

৮ পদের শেষে, ঈশ্বরের যে বৈশিষ্ট্যের প্রতি যোহন তার পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তা হল, *"ঈশ্বর প্রেম।"* ঈশ্বরের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যোহন ৩টি বৈশিষ্ট্যের উপর সর্বদা জোর দিয়েছে:

(১) ঈশ্বর জ্যোতি (১ যোহন ১:৫; যোহন ৩:১৮-২১): এর দ্বারা ঈশ্বরের পবিত্রতা প্রকাশ পায়। বাইবেলে পবিত্রতাকে আলোর সঙ্গে ও পাপকে অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

(২) ঈশ্বর আত্মা (যোহন ৪:২৪): এর দ্বারা প্রকাশ পায় যে, তিনি নিরাকার। তাই, স্থান, কাল বা পাত্রের দ্বারা তিনি সীমাবদ্ধ নন।

(৩) ঈশ্বর প্রেম (১ যোহন ৪:৮): । এর অর্থ এই নয় যে, ঈশ্বর নির্বস্তুক *(abstract)* প্রেম নামক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী; পরিবর্তে, এর অর্থ তিনি সক্রিয় প্রেম প্রদর্শন করে থাকেন। অন্যদিকে, এর দ্বারা প্রেম প্রদর্শনে ঈশ্বরের সম্পূর্ণতা প্রকাশিত; যে বিষয়ে তিনি কোনও মানুষের সঙ্গে তুলনীয় নন। আমাদের ঈশ্বর একাধারে সম্পূর্ণ প্রেমময় এবং সম্পূর্ণ পবিত্র (১:৫)। ঈশ্বরের এই দুটি বৈশিষ্ট্য কখনও পরস্পরের বিপরীতে কাজ করে না; পরিবর্তে, একসঙ্গে কাজ করে থাকে। ফলস্বরূপ, যে প্রেম ঈশ্বর থেকে জাত, তা সর্বদা ঈশ্বরের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের অনুকরণে একাধারে আধ্যাত্মিক ও পবিত্র। পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমরা আমাদের হৃদয়ে এই প্রেম লাভ করে থাকি (রোমীয় ৫:৫)।

ইজ্রায়েল জাতির প্রতি ঈশ্বর এই প্রেম প্রদর্শন করেছিলেন, যার কথা মোশি দ্বিতীয় বিবরণ ৭:৭-৮ পদে লিখেছে: *অন্য সকল জাতি অপেক্ষা তোমরা সংখ্যাতে অধিক, এই জন্য যে সদাপ্রভু তোমাদের স্নেহ করেছেন ও মনোনীত করেছেন, তা নয়; কারণ সমস্ত জাতির মধ্যে তোমরা অল্পসংখ্যক ছিলে। কিন্তু সদাপ্রভু তোমাদের প্রেম করেন, এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে দিব্য করেছেন, তা রক্ষা করেন, সেই কারণে সদাপ্রভু বল্‌বান হাত দিয়ে তোমাদের বের করে এনেছেন, ও দাসগৃহ থেকে, মিসররাজ ফরৌণের হাত থেকে, তোমাদের মুক্ত করেছেন।"* অবশ্য, ঈশ্বর তাঁর প্রেমের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁর পুত্রের আত্মবলিদানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। পরবর্তী পদে যোহন সে কথাই বলেছে।

এর আগে ১ যোহন ৩:১৬ পদে, যোহন আমাদের বলেছে, আমরা কীভাবে ঈশ্বরের এই প্রেম জানতে পারি। এখানে আবার ৯ পদে, যোহন সেই কথাই পুনরায় পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, *"আমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম এতে প্রকাশিত হয়েছে যে, ঈশ্বর নিজের একজাত পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেছেন, যেন আমরা তাঁর দ্বারা জীবন লাভ করি।"* এই কথার মধ্যে যোহন ৩:১৬ পদের পদধ্বনি আমরা শুনতে পাই। হ্যাঁ, এই পৃথিবীতে যীশু খ্রীস্টকে প্রেরণ করার দ্বারা ঈশ্বর তাঁর প্রেমের মাহাত্ম্য প্রদর্শন করেছেন। আমরা যেন তাঁর মাধ্যমে জীবন পাই, সেই কারণে ঈশ্বর তাঁর এক ও একমাত্র পুত্রকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। এর দ্বারা আমরা ঈশ্বরের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

প্রেমের দুটি উপাদান দেখতে পাই: প্রথমটি হল তাঁর **আত্মত্যাগ**; এবং দ্বিতীয়টি হল **অন্যের উপকারের জন্য কাজ**।

৯ পদে ঈশ্বরের প্রেমের বৈশিষ্ট্যের কথা বলার পর ১০ পদে যোহন **কেবল ঈশ্বরের প্রেম নয়**, কিন্তু স্বয়ং প্রেমের বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছে, *"এতেই প্রেম আছে; আমরা যে ঈশ্বরকে প্রেম করেছিলাম, তা নয়; কিন্তু তিনিই আমাদের প্রেম করলেন, এবং নিজের পুত্রকে আমাদের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত হবার জন্য প্রেরণ করলেন।"* আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, যে প্রেমের শুরু ঈশ্বরের প্রেম থেকে নয়, সেই প্রেমকে কখনও প্রকৃত প্রেম বলা যাবে না; বা সেই প্রেম থেকে প্রেমের ব্যাখা বা সংজ্ঞা তৈরী করা যাবে না। আমরা কখনও **ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রেমের** কথা চিন্তা করে প্রকৃত প্রেম কী, তা উপলব্ধি করতে পারি না। পরিবর্তে, প্রেম কী তা জানতে হলে, প্রথমে **আমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রেমকে** চিন্তা করতে হবে, যা তিনি আমাদের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত হবার জন্য নিজের পুত্রকে প্রেরণ করার দ্বারা প্রদর্শন করেছেন। হ্যাঁ, যীশুই আমাদের একমাত্র পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত; আমাদের পাপ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য ঈশ্বর অন্য কোনও উপায় দেননি। একমাত্র উপায় হিসাবে তিনি আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাদের কোনও সৎকাজের দ্বারা নয়, কিন্তু ক্রুশের উপর খ্রীস্টের আত্মবলিদানের সৎকাজের দ্বারা সাধন করেছেন। তাই, ঈশ্বরের এই কাজের মধ্যে আমরা প্রকৃত প্রেমের অর্থ দেখতে পাই: **ভালোবাসার প্রিয় পাত্রের পাপ ক্ষমা করা এবং সেই পাপ আর স্মরণ না করা।** তাঁর বিরুদ্ধাচারী মানুষের জন্য ঈশ্বর এমন কাজই করেছেন: **তিনি নিজে মূল্য দিয়ে আমাদের পাপ ক্ষমা করেছেন**। ঈশ্বরের প্রেম থেকে এই বিষয়টি বাদ দিলে, আমরা কখনও ঈশ্বরের প্রেম সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারি না। আমরা যেন কখনও আমাদের পাপের প্রতি তাঁর ঘৃণা এবং সেই পাপকে দূর করতে তাঁর ধার্মিকতা তথা ন্যায়বিচারকে বাদ দিয়ে ঈশ্বরের প্রেমকে চিন্তা না করি। ঈশ্বর থেকে জাত বিশ্বাসী আমরাও যখন তাঁর অনুকরণে অন্যকে প্রেম করব, তখন আমরা যেন কখনও ধার্মিকতা বা ন্যায়বিচারকে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রেম করার কথা চিন্তা না করি।

এখন, আমরা যারা ঈশ্বরের এমন প্রেম আমাদের জীবনে উপভোগ করেছি, তারা এর উত্তর হিসাবে অন্যকে প্রেম করতে বাধ্য। তাই ১১ পদে যোহন লিখেছে, *"প্রিয়তমেরা, ঈশ্বর যখন আমাদের এমন প্রেম করেছেন, তখন আমরাও পরস্পর প্রেম করতে বাধ্য।"* যীশু খ্রীস্টেতে ঈশ্বরের সেই মহাকরুণার কাজের দ্বারা (প্রেম প্রদর্শনের দ্বারা) আমাদের পাপ থেকে আমরা মুক্ত হয়েছি। এই সত্য যখন আমরা উপলব্ধি করি, তখন আমরাও তাঁর অনুকরণে পরস্পর প্রেম করতে বাধ্য। অর্থাৎ, যোহনের চিন্তায়, যারা ঈশ্বরের প্রেম তাদের জীবনে লাভ করেছে, তাদের পক্ষে সেই প্রেমের অনুকরণ করা অবশ্যম্ভাবী। যোহন কখনও এমন লোকের কথা চিন্তা করতে পারে না, যে ঈশ্বরের প্রেম নিজের জীবনে লাভ করা সত্ত্বেও, সেই প্রেমে অন্যকে প্রেম করে না। একে তেজস্ক্রিয় পদার্থের তেজস্ক্রিয়তার সঙ্গে তুলনা করা যায়। যখন কোনও ব্যক্তি তেজস্ক্রিয় পদার্থের সংস্পর্শে আসে, তখন সে তার তেজস্ক্রিয়তা থেকে কখনও নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে না। ঠিক একইভাবে, যখন কেউ উপলব্ধি করে ও জানে যে ঈশ্বর প্রেম, তখন সে কখনও অন্যকে প্রেম করার দ্বারা ঈশ্বর অনুকরণ থেকে নিজেকে পৃথক রাখতে পারে না। লক্ষ্যনীয়, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রেমের প্রতিক্রিয়া অনুসারে, যোহন আমাদের ঈশ্বরকে প্রেম করার কথা নয়; কিন্তু পরস্পর প্রেম করতে বলেছে। এই কথার দ্বারা প্রাথমিকভাবে যদিও বিশ্বাসীদের সহভাগিতার মধ্যে এই প্রেমকে নির্দেশ করা হয়েছে, কিন্তু পাপীদের প্রতি ঈশ্বরের যে প্রেমের কথা দিয়ে যোহন তার বক্তব্য শুরু করেছে, তাকে ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে, এই প্রেম কেবল মাণ্ডলিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, পরিবর্তে তা মণ্ডলীর বাইরে অন্যদের প্রতিও বিস্তৃত হবে।

১১ পদের কথানুসারে, আমরা যখন একে অন্যকে প্রেম করি, তখন তার দ্বারা আমরা এই সাক্ষ্য দিই যে, ঈশ্বর আমাদের মধ্যে আছেন ও তাঁর প্রেম আমাদের মধ্যে সিদ্ধ হয়, *"যদি আমরা পরস্পর প্রেম করি, তবে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে থাকেন, এবং তাঁর প্রেম আমাদের মধ্যে সিদ্ধ হয়"* (১২ পদ)। কিন্তু এই কথা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

বলার আগে ১২ পদের প্রথমে যোহন যে কথা বলেছে, তা হল, *"ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি।"* এর দ্বারা যোহন পুরাতন নিয়মের সাধারণ চিন্তাকে তুলে ধরেছে এবং এর আগে তার সুসমাচারে যোহন একই কথা বলেছে (যোহন ১:১৮)। যোহন ১:১৮ পদে, ঈশ্বরের অদৃশ্যতার সঙ্গে **তাঁর পুত্র যীশু খ্রীস্টে ঈশ্বরের প্রকাশকে** তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু এখানে, ঈশ্বরের অদৃশ্যতার সঙ্গে **পরস্পরের মধ্যে প্রেমের উপস্থিতির দ্বারা ঈশ্বরের প্রকাশকে** তুলনা করা হয়েছে। ধরা যেতে পারে, যোহনের যে সমস্ত বিরোধীরা অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞাতার *(mystical experience)* দ্বারা সরাসরি ঈশ্বর দর্শনের দাবি করত, এই কথার (ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি) দ্বারা যোহন তাদের সেই দাবিকে নস্যাৎ করেছে। অন্যদিকে, যোহন এমন কথাও বলেনি যে, যারা পরস্পর প্রেম করে, তারা ঈশ্বরকে দেখতে পাবে। পরিবর্তে, ৩:২ পদে যোহন বলেছে যে, যীশু যখন দ্বিতীয়বারের জন্য আসবেন, তখন বিশ্বাসী আমরা তাঁকে দেখতে পাব।

কিন্তু আমরা যখন পরস্পর প্রেম করব, তখন আমরা আমাদের মাঝে তাঁর উপস্থিতি উপলব্ধি করব। এইভাবে, আমরা যখন অন্যদের প্রেম করি, তখন আমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম সিদ্ধ বা সম্পূর্ণ হয়, যেহেতু তাঁর ন্যায় আমরাও সেই প্রেমের অধিকারী হই। অর্থাৎ, এই কথার দ্বারা ধর্মীয় অভিজ্ঞতার চূড়ান্ত স্তর হিসাবে অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাকে চিন্তা করার ভ্রান্তশিক্ষাকে যোহন খণ্ডন করেছে। আর পাঁচজন মানুষ থেকে নিজেকে পৃথক করে নির্জন স্থানে একাকী ঈশ্বর-ধ্যানে মগ্ন হয়ে বিশেষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা লাভকে যোহন সুপারিশ করার পরিবর্তে, খ্রীস্টবিশ্বাসীদের প্রেমের সহভাগিতার মধ্যে, জগতের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে যোহন তার পাঠকদের উৎসাহিত করেছে। বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে যে প্রেমের পরিচয় রাখার কথা যোহন এখানে বলেছে, ৩:১৭-১৮ পদে তা আরও স্পষ্ট করে যোহন বলেছিল, *"যার সাংসারিক জীবনোপায় আছে, সে নিজের ভাইকে দীনহীন দেখে যদি তার প্রতি নিজের করুণা রোধ করে, তবে ঈশ্বরের প্রেম কেমন করে তার অন্তরে থাকে? সন্তানেরা, এসো, আমরা কথায় কিম্বা জিহ্বাতে নয়, কিন্তু কাজে ও সত্যে প্রেম করি।"*

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, কেবল প্রেম করলেই আমরা আমাদের সমস্ত দায়িত্ব পালন করে বসে থাকব। না, তা নয়, কিন্তু যোহন যে কথা এখানে বলতে চেয়েছে, তা হল, ঈশ্বরের সত্য জ্ঞান লাভ করতে যারা আগ্রহী, তাদের অবশ্য প্রয়োজন পরস্পর প্রেম করা। তাই, আমরা জগৎ থেকে নিজেদের পৃথক করার দ্বারা বা মানুষদের ভালোবাসা থেকে নিজেদের দূরে রেখে, আমরা কখনও ঈশ্বরকে পেতে পারি না; অন্যদিকে, কেবল পরস্পর প্রেম করার দ্বারাও আমরা ঈশ্বরকে পেতে পারি না। পরিবর্তে, সত্য ধর্ম তথা প্রকৃত ঈশ্বর জ্ঞান আমরা কেবল তখন লাভ করি, যখন আমরা যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাস করি ও তাঁর আদেশ পালন করে একে অন্যকে ভালোবাসি।

আমরা কি আমাদের প্রতি ঈশ্বরের সেই প্রেমের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেছি? যোহনের কথানুসারে, তা যদি আমরা করে থাকি, তাহলে, আমরা একে অন্যকে প্রেম না করে থাকতে পারি না। ঈশ্বরকে জানা ও ঈশ্বরে অবস্থিতি করার পক্ষে বাস্তব সাক্ষ্য বা প্রমাণ হল, আমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম। মঙ্গলময় ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে তাঁর প্রেমে পূর্ণ করুন।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)